এইডস কেন ভয়ংকর

এইডস নিয়ে ভয়ের মূল কারণ হলো-

- এখন পর্যন্ত এইডস রোগের প্রতিষেধক টিকা বা অন্য কোন ওষুধ আবিষ্কৃত হয় নি।
- আরোগ্য লাভের জন্যে এর কোনও চিকিৎসা নেই।
- ফলে এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুই একমাত্র পরিণতি।
- মানবদেহে এই রোগের ভাইরাস ৫ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত কোনও লক্ষণ ছাড়াই সুপ্ত থাকতে পারে।
- কোন লক্ষণ প্রকাশ না করে আক্রান্ত ব্যক্তির মাধ্যমে এইডস ছড়িয়ে পড়তে পারে আরো অনেকের শরীরে।
- কেবলমাত্র পরীক্ষার মাধ্যমেই জানা সম্ভব কোনও ব্যক্তির দেহে এই ভাইরাস সংক্রমণ ঘটেছে কি না।

এইডস কিভাবে ছড়ায়?

এইডস রোগের ভাইরাস মানবদেহে মূলতঃ দৈহিক মিলন ও রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে ছড়ায়। নিম্নোক্তভাবে এইডস রোগ ছড়িয়ে পড়ে-

অবাধ ও অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক (দৈহিক মিলন)

- এইডস ভাইরাস সংক্রমিত ব্যক্তির সাথে অনিরাপদ (কনডম ছাড়া) যৌন মিলন এ রোগ বিস্তারের একটি বড় কারণ।

অনিরাপদ রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে

- এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ কিংবা আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত সিরিঞ্জ ব্যবহার করলে,
- নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণে নিজেদের মধ্যে একই সিরিঞ্জ ব্যবহারে,
- অপারেশনের সময় বা দাঁতের চিকিৎসা গ্রহণের সময় অন্যের ব্যবহৃত জীবাণুযুক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে,
- সেলুনে অন্যের ব্যবহৃত ব্লেড বা খুর, কিংবা পার্লারে নাক/কান ফোঁড়ানোর সময় এইডস আক্রান্তের ব্যবহৃত সুঁই ব্যবহার করলে।

মা এইডস আক্রান্ত হলে

- মা এইডস আক্রান্ত হলে তার গর্ভের সন্তান এইডস আক্রান্ত হবে।
- এছাড়া তার বুকের দুধ পান করলেও সন্তান এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

অন্যান্য যৌন রোগ থাকলে

- বিভিন্ন যৌন রোগ, যেমনঃ সিফিলিস বা গণোরিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিদের এইডস সংক্রমনের ঝুঁকি খুব বেশী। তাদের সঙ্গে যৌন মিলনও বিপদজনক।

রক্ত সঞ্চালনে, সিরিঞ্জ ও খুর ব্যবহারে সতর্ক হোন

যেভাবে ছড়ায় না

এইডস কোন ছোঁয়াচে রোগ নয়। এই রোগে আক্রান্ত হয়েও একজন মানুষ অনেক দিন কর্মক্ষম থাকতে পারেন। তার জন্যে দরকার পারিপার্শ্বিক সকলের সহযোগিতা। আমাদের জানা উচিত:

- আক্রান্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করলে বা তার সঙ্গে সাধারণ ওঠা-বসায় ও তার শ্বাস প্রশ্বাসে এইডস ছড়ায় না।
- একসাথে কাজ করলে, ফাইল-পত্র আদান প্রদান করলে, আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি কিংবা সামগ্রী ব্যবহার করলে এ রোগ ছড়ায় না।
- এইডস রোগীর ব্যবহৃত থালা বাসন, কাপড়, বিছানা, টয়লেট ব্যবহার করলে এবং একই ঘরে বসবাস করলেও তা ছড়ায় না।
- হ্যান্ডশেক, কোলাকুলি, পাশাপাশি বসা বা দাঁড়ানো এসব কোনও কিছুর কারণেই এইডস রোগ ছড়ায় না।

শ্রমজীবী মানুষের জীবনে এইডস এর ঝুঁকি

ছবি: বিলুস

আমরা সবাই এইডস এর ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছি। সতর্ক না থাকলে আমরা যে কেউ যে কোন সময় এইচআইভি/এইডস এ আক্রান্ত হতে পারি। এ ক্ষেত্রে নারী, পুরুষ, যুবক, শিশু, শ্রমিক, মালিক, কর্মকর্তা সকলেরই ঝুঁকি রয়েছে। লিঙ্গ, বয়স, পেশা, ধর্ম বা সামাজিক অবস্থান বিশেষ কোন নিরাপত্তা দেয় না কিংবা ঝুঁকি কমায় বা বাড়ায় না।

তবে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন শ্রমজীবী মানুষকে অনেক সময় এমন জীবনাচরণে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করে যা এইডস এর ঝুঁকি বাড়ায়।

চাকরি হারানো এবং কর্মস্থলে বৈষম্যপূর্ণ ও অমর্যাদাকর আচরণের ভয়ে শ্রমজীবী মানুষ এইচআইভি পরীক্ষা করান না। অনেক সময় নিজে আক্রান্ত জেনেও তা প্রকাশ করেন না। ফলে দ্রুত তা নিজের ও অন্যের ক্ষতির কারণ হয়।

নারী ও শিশু শ্রমিকরা যৌন হয়রানির শিকার হলে সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে।

 শ্রমিকের স্বাস্থ্যই তার সম্পদ, নিজের ও পরিবারের স্বার্থে শ্রমিকের সুস্থ্য থাকা প্রয়োজন

এইডসের ক্ষেত্রে প্রবাসী শ্রমিকদের ঝুঁকি বেশি

পরিসংখ্যান মতে, বাংলাদেশের এইডস রোগে আক্রান্তের ৯৭.৮ শতাংশই প্রবাসী শ্রমিক কিংবা তাদের মাধ্যমে আক্রান্ত হয়েছে এমন নারী পুরুষ। প্রবাসকালীণ জীবনে কিংবা সেখান থেকে দেশে ফিরে তারা এ রোগের বিস্তার ঘটিয়েছে।

এইডস রোগে আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রবাসী শ্রমিকদের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশী কারণ:

- বাংলাদেশ থেকে বিদেশে কাজ করতে যান এমন শ্রমিকদের অধিকাংশই পরিবার পরিজন ছাড়া যান, ফলে স্বাভাবিক যৌন সম্পর্কের সুযোগ তাদের থাকে না।
- স্বল্প আয়ের কাজ করেন বলে এদের অনেকেই স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ যৌনাচারের সুযোগ পান না। তাই সস্তায় পতিতাগমন, সমকামীতা কিংবা শিরায় মাদক গ্রহণের কারণে তাদের এইডস আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।
- অনেক নারী শ্রমিক গৃহকর্মী হিসেবে বিদেশে যান তাদের কখনো কখনো যৌণ নিপিড়নের শিকার হতে হয়।
- প্রবাসে চাকরিচ্যুতি, হয়রানি ও খরচের ভয়ে শ্রমিকরা যৌণ রোগে আক্রান্ত হলেও তার চিকিৎসা করান না।
- দেশে ফিরেও তারা বিষয়টি চেপে রাখেন এবং নতুন সংক্রমণের কারণ হন।

ছবি: ইন্টারনেট

ছবি: ইন্টারনেট

এ সংক্রমন থেকে নিরাপদ থাকতে প্রয়োজন-

বিদেশ যাওয়ার আগেই পরীক্ষায় যৌন রোগ শনাক্ত হলে তাদের বিদেশে না পাঠানো।

বিদেশ গমনেচ্ছু শ্রমিকদের এইচআইভি/এইডস বিষয়ে সচেতন করে তোলা।

দেশে ফেরার পর প্রত্যেক প্রবাসীর বাধ্যতামূলক পরীক্ষা করানো।

যেসব নারী শ্রমিক বিদেশে যান তাদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

এইডস এর ক্ষেত্রে নারীদের ঝুঁকি বেশী

- স্বামী এইডস আক্রান্ত হলে দৈহিক মিলনের মধ্য দিয়ে নারীরা সহজেই এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

- বাচ্চা প্রসবের সময় অনেক ক্ষেত্রেই নারীকে রক্ত গ্রহণ এবং ধারালো যন্ত্রপাতির সংস্পর্শে আসতে হয়। তাড়াহুড়ায় অনেক সময়ই যন্ত্রপাতি কিংবা রক্তের বিশুদ্ধতার বিষয়টি লক্ষ্য করা হয় না।

ছবি: ইন্টারনেট

- আমাদের দেশে নারীরা যৌনরোগের (স্যায়ক্রয়েড, সিফিলিস, গণোরিয়া) চিকিৎসা গ্রহণে গুরুত্ব কম দেন, এটাকে গোপন রাখতে চেষ্টা করেন- যা এইডস এর ঝুঁকি বাড়ায়।

- কর্মক্ষেত্রে বিভিন্নভাবেই নারীরা অনেক সময় যৌন নিপিড়ণের শিকার হন। যা তাদের এইডস আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়।

প্রবাদ আছে 'প্রতিরোধ প্রতিকারের চেয়ে উত্তম'। তবে এইডস এর ক্ষেত্রে প্রতিরোধই একমাত্র পথ।

অন্যান্য অনেক সংক্রামক রোগের চেয়ে এইডস প্রতিরোধ করা সহজ এবং সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টা ও সতর্কতার মাধ্যমে এটি প্রতিরোধ করা যায়।

এমন অনেক রোগ আছে যা দ্বারা আমরা অনেক সতর্ক থাকার পরেও আক্রান্ত হতে পারি। যেমন- যক্ষা। বাসে চলতে চলতে আপনার সহযাত্রীর কাশি দ্বারা আপনি এ রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। আপনার অজান্তে একটি ক্ষুদ্র মশা আপনার শরীরে ম্যালেরিয়া বা ডেঙ্গুর জীবাণু ঢুকিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু এইডসকে আপনি সতর্কতা ও নৈতিক জীবনযাপনের সুন্দর অভ্যাসের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করতে পারেন।

নিম্নলিখিত বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করলেই আপনি এই জীবনঘাতী রোগটি থেকে নিরাপদ থাকতে পারেন।

- একটি সুখী পারিবারিক জীবন গড়ে তুলুন। স্বামী স্ত্রী পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকুন, একে অপরকে গভীরভাবে ভালবাসুন এবং স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত অন্য কারো সাথে দৈহিক মিলন থেকে বিরত থাকুন।
- অনিরাপদ দৈহিক মিলন থেকে বিরত থাকুন। দৈহিক মিলনের সময় কনডম ব্যবহার অভ্যাসে পরিণত করুন। মনে রাখবেন শুধু জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য নয়- এইডসসহ অনেক যৌন রোগও কনডম ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

কোন অবস্থাতেই এইচআইভি পরীক্ষা না করিয়ে কোন রক্ত গ্রহণ করবেন না বা কাউকে নিতে দিবেন না।

রক্ত আদান প্রদানে কখনই ব্যবহৃত সিরিঞ্জ এবং সুঁচ ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন, অন্যকেও নিষেধ করুন।

রক্তের সংস্পর্শে আসতে পারে এমন যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। যেমন-

- সেলুনে অন্য কারও জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এমন খুর বা ব্লেড ব্যবহার করবেন না।
- দাঁতের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, ছোটখাটো অপারেশনের যন্ত্রপাতি বিউটি পার্লারে নাক, কান ফোড়ানোর সুঁই প্রভৃতি আপনার জন্য ব্যবহারের আগে নিশ্চিত হোন যে সেটি সত্যিকারভাবেই জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে।
- **মাদক ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন। মাদক গ্রহণে একে অন্যের সিরিঞ্জ ব্যবহার এইডস সংক্রমণের একটি বড় কারণ।**
- আক্রান্ত মা'র কাছ থেকে যাতে সন্তান আক্রান্ত না হয় সে জন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে সন্তান প্রসব করানো এবং সন্তানকে এইডস আক্রান্ত মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো থেকে বিরত থাকতে হবে।

সাধারণত এসকল যন্ত্রপাতি নির্দিষ্ট নিয়মে জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করলে বা ৬০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশী তাপমাত্রায় ফুটিয়ে নিলে এইচআইভি জীবাণুমুক্ত হয়।

কর্মস্থলে এইডস এর প্রভাব ও করণীয়

- শ্রমজীবী মানুষের স্বাস্থ্য তার নিজের, পরিবারের, কারখানার ও সর্বোপরি দেশের সম্পদ।
- একজন কর্মক্ষম মানুষের অসুস্থতা ও মৃত্যু উৎপাদন ও উন্নয়নে ব্যাপক ক্ষতির কারণ।
- আফ্রিকাসহ যে সকল দেশে বা অঞ্চলে এইডস মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে সেখানে কর্মক্ষেত্রগুলো দক্ষ জনশক্তি হারাচ্ছে, ফলে উৎপাদনে ও উন্নয়নে মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি হচ্ছে।

ছবি: ক্লিপস

বর্তমানে প্রতিটি কর্মস্থলের জন্য এইডস একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)সহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্মস্থলসমূহকে এই ঘাতক ব্যাধি থেকে নিরাপদ রাখতে এবং আক্রান্ত কর্মীকে বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা করতে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ ও তাগিদ দিয়েছে-

- কর্মস্থলে এইডস বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচার, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত প্রশিক্ষণে এইডস বিষয়ক আলোচনা অন্তর্ভুক্তকরণ।

- সকল কর্মীর নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা করা এবং ফলাফল সম্পর্কে গোপনীয়তা বজায় রাখা।
- নিয়োগ, পদোন্নতিসহ কোন ক্ষেত্রে এইডস আক্রান্তদের প্রতি বৈষম্য না করা। মনে রাখতে হবে এইডস আক্রান্ত মানুষও দীর্ঘ দিন কর্মক্ষম থাকতে পারেন। যদি তিনি যথাযথ সহযোগিতা ও সেবা পান।
- এইডস আক্রান্ত কেউ যাতে সহকর্মী, উর্দ্ধতন বা অধঃস্তনদের দ্বারা কোন প্রকার বৈষম্য বা অবহেলার শিকার না হন সে ব্যাপারে কঠোর নীতিমালা গ্রহণ।
- আক্রান্তদের সেবা ও চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন ও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ। এইডস এর চিকিৎসা খুবই ব্যয়বহুল তাই প্রতিষ্ঠানকেই এই দায়িত্ব নিতে হবে।

উপরের ব্যবস্থাগুলো গ্রহণের মাধ্যমে আমরা আমাদের কর্মস্থলকে মানবিক করে গড়ে তুলতে পারি। সকলের মধ্যে আস্থার ভাব গড়ে তুলতে পারি।

যারা প্রতিষ্ঠানের জন্য শ্রম দিয়েছেন, সুখে-দুঃখে একত্রে থেকেছেন সেই মানুষটি নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, এটা জানার পরে আমাদের সকলের উচিত তার প্রতি স্বাভাবিক আচরণ করা, তার সেবা ও চিকিৎসার দায়িত্ব নেয়া।

শ্রমজীবী মানুষের জীবনে এইডস -এর প্রভাব

এইডস আক্রান্ত হলে অন্যান্য যে কোন শ্রেণীর মানুষের তুলনায় শ্রমজীবী মানুষের জীবনে এর প্রভাব হয় অনেক বেশী ও ভয়ংকর। কারণ-

- একজন শ্রমিক তার পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বহন করেন। তার অক্ষমতা বা মৃত্যু সমগ্র পরিবারকে বিপর্যস্ত করে।
- কুসংস্কারের কারণে প্রায়ই এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি কর্মক্ষেত্রে নানা ধরনের বৈষম্যের শিকার হন। যেমন- পদোন্নতি, দায়িত্বপূর্ণ বদলি থেকে বঞ্চিত হওয়া, সহকর্মী ও গ্রাহকদের দ্বারা অমর্যাদাকর আচরণ।
- অনেককে চাকুরিচ্যুত করা হয় যা তার নিজের ও পরিবারের জীবিকার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।
- এইডস আক্রান্তকে বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখতে যে চিকিৎসা রয়েছে তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে বহন করা অসম্ভব। ফলে তারা বিনা চিকিৎসায় দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যান।
- এইডস শ্রমজীবীদের সংঘবদ্ধ হওয়ার শক্তিকেও দুর্বল করে দেয়। কারণ এর প্রাদুর্ভাব শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়ে ফেলে।

শ্রমিকের এইডস হলে তার পরিবার বিপর্যয়ের মুখে পড়ে

ট্রেড ইউনিয়নের দায়িত্ব কি?

কর্মক্ষেত্রে শ্রমজীবী মানুষের সুখ দুঃখের সার্বক্ষণিক সাথী ট্রেড ইউনিয়ন। সদস্যের জীবন ও জীবিকার প্রতি হুমকি সৃষ্টিকারী এই ঘাতক ব্যাধির ব্যাপারে ইউনিয়নের দায়িত্ব অনেক। এ দায়িত্ব পালনে এখনই প্রস্তুত হতে হবে এবং কাজ শুরু করতে হবে। সমস্যা আসলে ব্যবস্থা নেব এই অপেক্ষায় থাকলে চলবে না। পৃথিবীর অনেক দেশে এইডস এর শিকার হয়ে শ্রমজীবী মানুষ ক্রমেই দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে।

এইডস মোকাবেলায় প্রথমেই ট্রেড ইউনিয়নের প্রয়োজন একটি নীতিমালা তৈরী করা যাতে নিজস্ব উদ্যোগে সচেতনতা সৃষ্টিসহ অন্যান্য কাজ করা যায়। যার মধ্যে থাকবে-

- নিজস্ব উদ্যোগে প্রচার ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ,
- নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে এইডস সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করা। যাতে ট্রেড ইউনিয়নও তাদের সাথে এক যোগে কাজ করতে পারে।
- আলোচনা ও দরকষাকষিতে এইডস ইস্যুকে অর্ন্তভুক্ত করা।
- নিজস্ব কর্মকান্ডে ট্রেড ইউনিয়নের বৈষম্যহীন নীতি কঠোরভাবে মেনে চলা।
- কর্তৃপক্ষ যাতে কর্মস্থলে নিজ দায়িত্বে সচেতনতামূলক প্রচার, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করে তা নিশ্চিত করা।
- এইডস আক্রান্ত শ্রমিক কর্মচারী যাতে কোন প্রকার হয়রানি বা বৈষম্যের শিকার না হয় সে জন্য জোরালো ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও এইডস আক্রান্ত সহকর্মীদের পাশে দাঁড়ানো ট্রেড ইউনিয়নের অবশ্য কর্তব্য।

ট্রেড ইউনিয়নের দায়িত্ব কি?

- শ্রমিক কর্মচারিদের নিয়মিত রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং আক্রান্ত ব্যক্তির তথ্য গোপন রাখা নিশ্চিত করা।
- আক্রান্তদের জন্য চিকিৎসা ও সেবার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে উদ্যোগ নেয়া।
- কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ইস্যু হিসেবে এইডসকে বিবেচনা করা এবং সকল শ্রমিকের জন্য স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক বীমা প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন।
- এইডস এর মোকাবেলায় জাতীয়ভাবে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ বাড়ানো এবং স্বল্পমূল্যে এইডস প্রতিরোধক ওষুধ উৎপাদনের দাবি তোলা।
- এইডস এর ব্যাপারে প্রচলিত কুসংস্কারসমূহ যেমন :

  এইডস আক্রান্ত মানুষ মানেই নৈতিকভাবে অধঃপতিত মানুষ, আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে কাজ করলে অন্যরা আক্রান্ত হতে পারে এমন ভুল ধারণার বিরুদ্ধে জোরদার প্রচার চালানো।
- মনে রাখতে হবে আমরা সবাই ঝুঁকিপূর্ণ - আমাদের সকল কর্মক্ষেত্রই ঝুঁকিপূর্ণ।

আমাদের সবাইকে একযোগে লড়তে হবে এই ঘাতকের বিরুদ্ধে। প্রতিরোধের অস্ত্র আছে আমাদের সবার কাছে। এবং তা হলো-

জীবনাচারে আরেকটু সতর্ক হওয়া - জীবন, পরিবার, সমাজ কর্মক্ষেত্র এবং সর্বোপরি এই পৃথিবীকে ভালবাসা এবং নিজেকে ভালোবাসার পরিমন্ডলে রাখা।

শ্রমিকের সুস্থ্যতাই তার পরিবারের জীবিকার নির্ভরতা

বাড়ি নং-২০ (চতুর্থ তলা), রোড-১১ (নতুন), রোড-৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৯১৪৩২৩৬, ৮১২৬৮৬৯-৭০, ফ্যাক্স: ৮১২৩৮৬৮, ৮১১৪৮২০, ই-মেইল: bils@citech.net
www.bils-bd.org

এইডস

জীবনঘাতী একটি ভয়ংকর রোগ, যার
প্রতিষেধক নেই কিন্তু প্রতিকার সহজ।

কর্মমুখর
নিরাপদ
জীবন চাই

এইডস
প্রতিরোধে
ট্রেড ইউনিয়ন

Unions Fighting AIDS

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ - বিল্‌স

এইচআইভি/এইডস কি?

এইচআইভি (HIV) : হিউম্যান ইমিউনো-ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস

এইডস (AIDS) : এ্যাকোয়ার্ড ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম

- এইডস এক ধরনের সংক্রামক রোগ। এইচআইভি নামক ভাইরাসের কারণে এ রোগ হয়।
- এই ভাইরাস মানব দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়।
- ফলে এতে সংক্রমিত ব্যক্তিকে যে কোন রোগ-জীবাণু খুব সহজেই আক্রমণ করে।
- তখন রোগ-জীবাণুর স্থায়ী নিবাস হয়ে ওঠে আক্রান্তের শরীর।
- খুব সাধারণ রোগও তখন স্বাভাবিক চিকিৎসায় ভালো হয় না।
- আর ধীরে ধীরে তা মানুষকে মৃত্যুর দিকে টেনে নেয়।

এইডস আক্রান্ত হয়ে বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর লাখ লাখ মানুষ মারা যায়। বাংলাদেশেও এইডস রোগী রয়েছে এবং এর ঝুঁকি ক্রমশঃই বাড়ছে।

এইডস রোগের লক্ষণ :

- ঘন ঘন জ্বর হলে
- দীর্ঘ দিন ডায়রিয়া আক্রান্ত থাকলে
- শরীরের ওজন অস্বাভাবিকভাবে কমে গেলে, কিংবা
- কোন রোগ সহজে ভাল না হলে-
  তা এইডস রোগের লক্ষণ।

এ অবস্থায় আপনার রক্ত পরীক্ষা করানো জরুরি।

এইডস এর লক্ষণগুলো জেনে নিন, নিজে সতর্ক থাকুন